০২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ /১৭ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ১৮২তম সভার কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতাংশ

আলোচ্য সূচি নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত
৫	**বিশ্বসভ্যতা গ্যালারি উপস্থাপনের খসড়া নীতিমালা অনুমোদন।**	

১৭৩তম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সভায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বিদেশি রাষ্ট্রের কর্নার স্থাপনের বিষয়ে নিম্নলিখিতভাবে কমিটি গঠন করা হয়।

(১) অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	আহ্বায়ক
(২) অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন	সদস্য
(৩) জনাব মফিদুল হক	সদস্য
(৪) ড. ফিরোজ মাহমুদ	সদস্য
(৫) ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি পরপর কয়েকটি সভা করেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা ও সুপারিশ আকারে পেশ করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের মধ্যে বৃহত্তম জাদুঘর। এ দেশের মানুষের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করছেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দর্শকপ্রিয়তা বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও ইতিবাচক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তাই জাদুঘরের গ্যালারিতে তাদের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য কিছু দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি গ্যালারিতে ০৪টি বিদেশি রাষ্ট্রের কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব সংগ্রহে প্রায় এক লক্ষ নিদর্শন রয়েছে। সকল নিদর্শনের শতকরা ৫ ভাগ নিদর্শনও জায়গার অভাবে প্রদর্শন করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায়, গ্যালারিতে আরো বিদেশি কর্ণার স্থাপন করা বা না করার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত নীতিমালার প্রয়োজন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বস্তুনিদর্শনের মাধ্যমে মূলতঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। তবে বিশ্বসভ্যতা তথা অন্য দেশের সভ্যতাকেও স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করতে পারে জাদুঘর। কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও গৃহীত হবার পূর্বেই ৪৪ নম্বর গ্যালারিতে চারটি দেশের চারটি কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। এই দেশগুলো হচ্ছে চীন, ইরান, কোরিয়া ও সুইজারল্যান্ড।

বিশ্বসভ্যতার ক্রমবিকাশ দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় স্থান ও কাল ভেদে বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সুবৃহৎ পরিসরেও উপস্থাপন সম্ভব নয়। কারণ উপরে উল্লিখিত এই পরিস্থিতিতে বিশ্বসভ্যতার উল্লেখযোগ্য বা বিচ্ছিন্ন অংশের (glimpses of world civilization) প্রদর্শন করা সম্ভব হতে পারে মাত্র।

বিশ্বসভ্যতার বহুমাত্রিক কারণে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উপস্থাপনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অথবা নৃতত্ত্ব জাদুঘরের উপস্থাপনা থেকে আলাদা হবে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বিশ্বসভ্যতার প্রদর্শনী মূলতঃ পুরাকীর্তি ও শিল্পকলাভিত্তিক হবে। সব কিছু বিবেচনা করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বিশ্বসভ্যতা উপস্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

নীতিমালা:

১. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আর কোনো দেশের কর্ণার স্থাপন করা হবে না।

২. ৪৪ নম্বর গ্যালারির চারটি কর্ণারে প্রদর্শনীর স্থান অর্ধেকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং নিদর্শন উপস্থাপনা একত্রে করা হবে। বাড়তি নিদর্শন জাদুঘরের ভান্ডারে রক্ষিত থাকবে।

৩. ৪৪ নম্বর গ্যালারির চার কর্নার ব্যতীত বাকি অর্ধেকে বিশ্বসভ্যতা উপস্থাপনের স্থান সংরক্ষিত থাকবে। এই গ্যালারি বা স্থান হবে বিশ্বসভ্যতা প্রদর্শনী গ্যালারি। তবে নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতেও বাংলাদেশের বিশ্বসভ্যতা নিদর্শনের সাময়িক প্রদর্শনীর আয়োজন করা যাবে।

৪. প্রদর্শনী করার জন্য সার্কভুক্ত দেশসমূহ প্রথম অগ্রাধিকার, এশিয়ার দেশসমূহ দ্বিতীয় অগ্রাধিকার এবং এশিয়ার বাইরের দেশগুলোর মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারিদের এবং বাংলাদেশের সাথে কোন না কোনভাবে

সম্পর্কিত ছিল তাদের প্রদর্শনী করার তৃতীয় অগ্রাধিকার থাকবে।

৫. বিশ্বসভ্যতা প্রদর্শনী গ্যালারিতে ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশ্বসভ্যতার পুরাকীর্তি ও শিল্পকলার নিদর্শন উপস্থাপিত হবে। এ প্রদর্শনী এক থেকে ছয়মাসব্যাপি হতে পারে। প্রদর্শনী শেষে প্রদর্শিত সকল নিদর্শন ঐ রাষ্ট্রকে ফেরৎ নিতে হবে।

৬. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বিদেশি রাষ্ট্রের দূতাবাসের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে (MOU) তথা লিখিত Agreement-এর পর এ প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে।

৭. প্রদর্শনী করার জন্য এতদবিষয়ে যথাযথ গবেষণা, পর্যালোচনা ও তথ্যানুসন্ধান এবং সে ভিত্তিতে প্রদশর্নীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রদর্শনী করতে হবে।

৮. বিশ্বসভ্যতার প্রতিটি প্রদর্শনীতে প্রতিফলিত হবে বিশ্বসভ্যতায় কোন একটি দেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

৯. প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য বস্তুনিদর্শনের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ টির মধ্যে সীমিত থাকবে।

১০. প্রদর্শনীকে তথ্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করার জন্য ভিডিওচিত্র ব্যবহার করা যাবে।

১১. কোন রেপ্লিকা প্রদর্শনীর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

১২. বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে এমন যে কোন দেশ প্রদর্শনীর জন্য বিবেচিত হবে। প্রদর্শনীর প্রস্তাব বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আসতে হবে।

১৩. প্রদর্শনী আয়োজন করার সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট দেশকে বহন করতে হবে।

১৪. প্রদর্শনীর একটি ক্যাটালগ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশ করতে হবে।

১৫. নীতিমালায় উল্লিখিত অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন বিষয় বাস্তবায়নে কোন অসুবিধা দেখা দিলে তা নিরসনকল্পে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৬. নীতামালা অনুমোদিত হবার পূর্বে যে সকল দেশের বিদেশি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো অনুমোদিত বলে গণ্য হবে। নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না এবং নীতিমালার কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে হলে একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভার অনুমোদনক্রমে করা যাবে।

এমতাবস্থায়, বিশ্বসভ্যতা গ্যালারি উপস্থাপনের খসড়া নীতিমালা অনুমোদনের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সভায় পুনরায় পেশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত : বিশ্বসভ্যতা গ্যালারি উপস্থাপনের খসড়া নীতিমালা অনুমোদন করা হলো।